তোমার মহিমা – হাজী জয়নাল মুন্সী

আল্লাহ্ তোমার মহিমা যত
দেখতে আছি দিন হয় গত
বাহাদুরী কেন করো তবে
চিরদিন আর রয়না ভবে
এই দুনিয়া রঙের খেলা খেলবে তুমি যাইবে বেলা অন্দকার আসিবে যখন
জ্ঞানের আলো জ্বাইলা তখন
ঐ আলোরই রাস্তা ধর
শুদ্দ করে কালেমা পড়
পেয়েছি তোমার মহিমায়
কলেমা করে বাঁচতে চাই।

কালবৈশাখী ঝড় – শাহারুল ইসলাম সুজন

বৈশাখ এলে ভয়ে শোকে
শিউরে ওঠে মন,
কখন জানি ঢাকবে মেঘে
পশ্চিম পূর্ব কোন
গুড়ুম গুড়ুম ডাকবে আকাশ বজ্র ঝনাঝন।

হালকা শীতল বায়ু দিয়ে একটুখানি পর,
সা-সা রবে আসবে ধেয়ে কালবৈশাখী ঝড়
গাছপালা সব পড়বে লুটে

ভাঙবে বাড়িঘর।

ধ্বংস হয়ে আসে ভয়াল
কালবৈশাখী ঝড়,
নরম স্বরে আম্মা বলেন
কলমা দুরুদ পড়
শান্তিদাতা ওহে মালিক
একটু রহম কর।

মদিনার পাগল – মো: আতিকুর রহমান

গভীর ইচ্ছে মনে আমার
মদিনাতে যেতে
ওগো দয়াল দয়া করো
নবীর দেখা পেতে।

ওই মদিনায় গিয়ে করবো সবার জন্য দোয়া,
ধন্য হব আমি প্রভু
পাই যদি তাঁর ছোঁয়া।

আমি তোমার নবীর পাগল সবই তোমার জানা,
তুমি প্রভু আমার জন্য দাও না একটু পানা।

ওই মদিনা না দেখিয়ে
প্রাণ নিও না প্রভু
প্রাণটা নিলে এ সাধ আমার মিটবে না আর কভু।

ইচ্ছে আমার – আহমাদ কাউসার

দোয়েল পাখির মিষ্টি সুরে
মনটা ভরে যায়
ইচ্ছে আমার যাব আবার
সবুজ ঘেরা গায়।

শিশির ভেজা মেঠো পথের
পরশ নেবে পায়
উতাল হাওয়ায় ভাসিয়ে দেব আমার কোমল কায়।

নীল আকাশে উড়ে বেড়ায় রঙ্গিন পাখির ঝাঁক
মাঠের বুকে সরুপথে
থাকে শত বাঁক।

যে ঘাটেতে প্ল্লীবালা
কলসে নেয় জল
হিজলঝরা জলের সাথে
লহর করে ছল।

নয়ন জলে – জাকিরুল চৌধুরী

নয়ন জলে ভাসছি আমি
নদীর মতো ঢেউ,
নয়ন জল হলো শুকনো
জানেনাতো কেউ।
চোখেএখন নেইতোপানি
আসেনাতো জল,

এই যে তুমি আমার সনে করলে কেনছল।
নয়ন জলে হচ্ছে শুধু
বিশাল বড়ো লহর,
আমায় ছেড়ে তুমি এখন
গড়লে নব শহর।
দুচোখ আমার কেঁদে কেঁদে
হয় যে দিশেহারা,
আজ তোমায় কে কাঁদাল
দেই নি কেহসারা।

দুরে কুথাউ চলে যাবো – মোঃ সুজন মাহামুদ খান

দুরে কুথাউ চলে যাবো
খুজে আর পাবেনারে,
আজ আছি বলে
বললেনা অনেক কথা।
দুরে কুথাউ চলে যাবো
মান অভীমান নিয়ে
ফিরে আর আসবোনা রে,
তুর ঐ ভালনালাগা কথা বলতে ,
না দেখার আকুলতা বুজবি কত কষ্ট, স্মিতিতে জরাই শুধুই দুঃখ । প্রেম বিরহে একা
শুধুই পেলাম বেথ্যা
দুরে কুথাউ চলে যাবো।

চড়ুই ও বেজি – মোঃ শহিদুল ইসলাম

বনে বেজির বন্ধ ◌ুছিলো
ছোট্ট চড়ুই পাখি,
দুজনেতে জমতোও খুব
ছিলো মাখামাখি।

থাকতো পাখি গাছের ডালে উড়তো আকাশ- বাটে,
চলতো বেজি মাটিরবুকে ঘুরে পথে ঘাটে।

খুঁজতো পাখি নিজের আহার আপন মনেমনে,
সঙ্গ দিতো বেজি তখন তারই সনে সনে।

বিকেল বেলা করতো খেলা দু’জন মিলেমিশে,
দেখত শুধু চেয়ে চেয়ে সবুজ ধানের শিষে।

রবির আলো নিভে গেলে খেলা হতো শেষ,
চড়ুই বেজি ফিরতো নীড়ে আপনমনে বেশ।

[illegible] [illegible] – [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible]

[illegible] – [illegible]

[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible]

এই পতাকার অন্তেঃ আছে মায়ের চোখের পানি,
খোদার পানে দুহাত তোলে কাতর কন্ঠ বাণী।

এই পতাকা প্রজন্মকে
সেই ইতিহাস বলে,
দামাল ছেলের রক্ত ভাসে
খাল ও নদীরজলে।

এই পতাকা কান্না ভুলায়
ফুটায় বিজয় হাসি,
এই পতাকা এই ইতিহাস
জানে জগত বাসী।

প্রিয় জন্ম ভূমি – মজনু মিয়া

শস্য শ্যামল রূপের বাংলা
আগেও ছিল বলে,
পাকিস্তানি কেড়ে নিতে
আসে দলে দলে।

বাঙালিদের শেষ করে দেই
এই ধারনা মনে,
একাত্তরের মার্চ মাসেতে নেমে পড়ে রণে!

প্রিয় জন্মভূমি কি কেউ ছেড়ে দিতে পারে?
রক্ত দেহে থাকতেনাতা দেখবে কে বাহারে!

যার যাছিল তাই নিয়ে তো নেমে পড়ে যুদ্ধে,

মরল বাংলার লক্ষ মানুষ ভীষণ রকম ক্রুদ্ধে!

শেষ হাসিটা বাঙালিদের পাকিরা নিরুদ্দেশ,
বিশ্ব মাথা উঁচু করে আছে এই বাংলাদেশ।